ইউনিট- ৫: বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ ও বিন্যাস

[Selection and Organization of Content]

ভূমিকা

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর এদেরকে সঠিকভাবে অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুর যথাযথ নির্বাচন ও বিন্যাস করার প্রয়োজন হয়। বিষয়বস্তুই উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কোন কোন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুর একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এই বিষয়বস্তু নির্বাচনের কাজটি কোন কমিটির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

বিষয়বস্তু কী? ইংরেজিতে `Content বা Subject matter'-এ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এর প্রতিশব্দ হচ্ছে বিষয়বস্তু। একটি মানবগোষ্ঠীর সমাজ, সংস্কৃতি ও সমাজের সদস্যদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলি পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু শনাক্ত করা যায়। শিক্ষার বিষয়বস্তুর নির্ধারণের মূলভিত্তি হল শিক্ষাক্রমে প্রণীত উদ্দেশ্য। কারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। সেই সঙ্গে আর যেসব দিক বিবেচনা করতে হয় তা হল বিদ্যালয়ের প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং শিক্ষকের যোগ্যতা ইত্যাদি।

আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান ইউনিটটিকে চারটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হলো–

পাঠ- ৫.১: বিষয়বস্তু নির্বাচন

পাঠ- ৫.২: বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রক্রিয়া

পাঠ- ৫.৩: বিষয়বস্তু চয়নের আধুনিক নির্ণায়ক

পাঠ- ৫.৪: বিষয়বস্তু বিন্যাসে অনুসৃত নীতি

পাঠ- ৫.১: বিষয়বস্তু নির্বাচন

[Selection of Content]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি−

- বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন:
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিষয়বস্তু নির্বাচনের মূলনীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণের নির্ণায়কগুলো শনাক্ত করতে পারবেন এবং
- বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ ও বাছাইকরণের সার্বজনীন নির্ণায়কগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাস

যে কোন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চয়নের পর এদেরকে অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাস করা হয়। এ নির্বাচিত বিষয়বস্তু প্রণীত উদ্দেশ্য অর্জনের বাহক হিসেবে কাজ করে। বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তাই এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। আর এভাবেই শিখনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। তবে বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোন সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক নেই। কোন কোন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুর একটি তালিকা তৈরি করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর একটি বিশদ তালিকা ধারাবাহিকভাবে তৈরি করা হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়বস্তু নির্বাচনের বিষয়টি কোন একটি কমিটি নিয়োগের মাধ্যমে করা হয়। বর্তমান শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ ‘স্ট্রাকচার অব ডিসিপ্লিন’ সম্পর্কে বলে থাকেন। স্কোয়ার (১৯৬৪) এর মতে, ‘স্ট্রাকচার অব ডিসিপ্লিন’ হলো−

(ক) জ্ঞান কোন বিষয়ে যেভাবে উন্নয়ন এবং বিন্যস্ত হয়েছে।

(খ) কোন বিষয় অনুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথা একাধিক মৌলিক পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান কোন বিষয়ের আওতাভুক্ত হবে তা চিহ্নিত করা।

(গ) কোন বিষয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রবন্ধের কাঠামোতে ব্যবহৃত একগুচ্ছ মৌলিক ধারণা।

বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিভাগ

বিষয়বস্তু অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন−

সাধারণ(General): যেমন- অর্থনীতি, ইতিহাস, জড়বিজ্ঞান ইত্যাদির বিষয়বস্তু।

বিশেষ (Special): সাধারণ বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু রয়েছে যা সমাজের বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য সমাজের বিশেষ বিশেষ সদস্যরা ব্যবহার করে। যেমন− মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের এবং অন্ধদের জন্য প্রণীত শিক্ষার বিষয়বস্তু।

বর্ণনাধর্মী (Descriptive): তথ্য, নীতিমালা ইত্যাদি নিয়ে রচিত বর্ণনাধর্মী পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য বই তথ্য নির্ভর বিষয়বস্তুতে ভর্তি থাকে। বর্ণনামূলক নীতি হচ্ছে আইন, নিয়ম, বৈজ্ঞানিক সূত্র ও তত্ত্ব। যেমন- বস্তুর অবিনাসিকতাবাদ, ধর্মের বিধি বিধান, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি।

মানদণ্ড নির্ভর (Normative): অন্য ব্যক্তি আপনার সাথে যেরকম ব্যবহার করবে বলে আপনি আশা করেন, আপনিও অন্যদের সাথে সেরকম ব্যবহার করুন–এই নিয়ম বা নীতি মানদণ্ড নির্ভর বিষয়বস্তু-এর উদাহরণ।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের মূলনীতি

- শিক্ষাক্রমের মৌলিক কাঠামো(Basic Structure), ধারণা, নীতি এবং সম্পর্ক যেন বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়।
- বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। সেজন্য বিষয়বস্তু-উদ্দেশ্য মেট্রিক্স (Objective content matrix) ব্যবহার করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়।
- শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনের উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগের দিকে খেয়াল রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় সমাজের প্রয়োজন বিবেচনায় রাখতে হয়।
- বিষয়বস্তু নির্বাচনে নমনীয় হওয়া উচিত। পরিবর্তনশীল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিষয়বস্তুকে পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হয়।
- বিষয়বস্তুকে যেন বিচ্ছিন্ন জ্ঞান না মনে হয় সে রকমভাবে নির্বাচন করতে হবে। সমন্বয় ও অনুবন্ধ রচনা করে শিক্ষাদানের সুযোগ বিষয়বস্তুর মধ্যে সন্নিবেশ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যেন শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় সে রকমভাবে বিষয়বস্তুর পরিসর নির্ধারণ করতে হবে।
- অবসর সময়ে গঠনমূলক, সৃজনশীল আনন্দদায়ক কাজে কাটানোর মত সুযোগ শিক্ষাক্রমে থাকা উচিত।
- বিভিন্ন বিষয়গুলো এমনভাবে সংযোজন করতে হবে, যেন বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশের সুযোগ থাকে।

বিষয়বস্তু নির্ধারণের নির্ণায়কসমূহ

শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুর চয়ন, নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া/নির্ণায়ক বা মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন। দেশে ও বিদেশে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বর্তমানে যেসব বহুল প্রচলিত মানদণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল–

❖ হিলডা তাবা (১৯৬২) শিক্ষাক্রমের বিষযবস্তু ও শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক (criteria) শনাক্ত করেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সময় এই নির্ণায়কগুলোর আলোকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা উচিত। নিম্নে নির্ণায়কগুলো উল্লেখ করা হল–

(ক) বিষয়বস্তুর যথার্থতা ও গুরুত্ব (validity and significance of content): বিষয়বস্তুর মধ্যে সাময়িক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতিফলন থাকতে হবে। মৌলিক ধারণা, নীতি ও সূত্র সন্নিবেশ করতে হবে। একেই Bruner বিষয়বস্তুর গঠন (Structure of the subject matter) বলেছেন।

(খ) **সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Consistency with social reality)**: বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট দেশ, সমাজ ও তার সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে নির্বাচন করতে হবে। শিশু যে জগৎ ও পরিবেশে বাস করে তার প্রতিফলন যেন বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকে।

(গ) **বিষয়বস্তুর প্রসার ও গভীরতার মধ্যে ভারসাম্য (Balance of breadth and depth)**: বিষয়বস্তুর প্রসার ও গভীরতার মধ্যে ভারসাম্য রাখা উচিত। মৌলিক নীতি ও ধারণাসমূহ যেন শিক্ষার্থীরা ভালভাবে বুঝতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

(ঘ) **ব্যাপক উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যবস্থা (Provision for wide range of objectives)**: শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যাবে না। শিক্ষাক্রমের দ্বারা শিক্ষার্থীর উপযুক্ত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যেন করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(ঙ) **শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য এবং অভিযোজ্যতা (Learnability and adaptability of the students)**: শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষার্থী যেন সহজেই বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে এবং শিখন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(চ) **শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ অনুসারে বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা (Appropriateness to the needs and interests of the students)**: এখানে শিক্ষার্থীর চাহিদা বলতে বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক চাহিদার কথা বোঝানো হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর চাহিদা ও আগ্রহ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় সেগুলো বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

❖ লেভী– বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভাববস্তুভিত্তিক একসেট নির্ণায়ক উদ্ভাবন করেন। তা হল-

(ক) উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি
(খ) বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা
(গ) কৃষ্টি ও ঐতিহ্য
(ঘ) বহু বিষয় শিখনের সুযোগ।

❖ আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইনস্টিটিউট, প্যারিস (১৯৭৭) শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে নিম্নোক্ত মানদণ্ড উদ্ভাবন করেন–

(ক) উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিকতা
(খ) সাম্প্রতিক বিষয়বস্তু
(গ) শিক্ষার্থী ও পরিবেশের সাথে প্রাসঙ্গিকতা
(ঘ) বিষয়বস্তুর ভারসাম্যতা
(ঙ) বিষয়বস্তুর কাঠামোগত বিন্যাস।

❖ ইউনেস্কো, ব্যাংকক (১৯৮৩)– শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণের একসেট মানদণ্ড চিহ্নিত করেছে–

(ক) বিষয়বস্তু উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে
(খ) বিষয়বস্তুকে সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে
(গ) বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য থাকবে
(ঘ) বিষয়বস্তু যুক্তিযুক্ত বিন্যস্ত হবে।

❖ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়বস্তু চয়নে একগুচ্ছ নির্ণায়ক উদ্ভাবন করে। তা হল–

(ক) উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
(খ) বিষয়বস্তুর সমকালীনতা
(গ) শিক্ষার্থী ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
(ঘ) বিষয়বস্তুর ভারসাম্যতা
(ঙ) শিখন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ
(চ) ব্যবহারের উপযোগিতা

❖ দত্ত (১৯৮৪)– বিষয়বস্তু চয়নে চারটি নির্ণায়ক প্রস্তাব করেছেন। সেগুলো হল–

(ক) বিষয়বস্তু চয়ন সুবিন্যস্ত ও অনুসন্ধিৎসু হবে
(খ) বিষয়বস্তু সমগ্র বিষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক হবে
(গ) বিষয়বস্তু অনুসন্ধানমূলক হবে
(ঘ) বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তি বিকাশে সহায়ক হবে।

❖ ইউনেস্কো (১৯৮৯)– বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটি সমকালীন, শক্তিশালী ও ধারাবাহিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমকালীন জ্ঞান প্রক্রিয়াকরণে বিশেষ সহায়ক।

(ক) জ্ঞান সহায়ক কাঠামো
(খ) মৌলিক বিষয়বস্তু
(গ) দৃষ্টান্তমূলক এ্যাপ্রোচ
(ঘ) প্রায়োগিক পদ্ধতির ব্যবহার
(ঙ) উদ্দেশ্যভিত্তিক বিষয়বস্তুর ছাঁচ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রণীত বিষয়বস্তু কোন ধরনের বিষয়বস্তুর আওতায় পড়ে?

(ক) সাধারণ (খ) বিশেষ
(গ) বর্ণনাধর্মী (ঘ) মানদণ্ড নির্ভর

২। হিলডা তাবা বিষয়বস্তু নির্ধারণে কোন নির্ণায়কটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

(ক) উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি (খ) সাম্প্রতিক বিষয়বস্তু
(গ) সামাজিক বাস্তবতা (ঘ) শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তির বিকাশ

সঠিক উত্তর: ১। খ; ২। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিষয়বস্তু নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক নাই কেন?
২. 'স্ট্রাকচার অব ডিসিপ্লিন' বলতে কী বুঝায়?
৩. বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৪. ইউনেস্কো, ব্যাংকক কর্তৃক চিহ্নিত বিষয়বস্তু নির্ধারণের মানদণ্ডগুলো উল্লেখ করুন।
৫. শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদার সাথে বিষয়বস্তুর সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিষয়বস্তু নির্বাচনে মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণের নির্ণায়কগুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ- ৫.২: বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রক্রিয়া
[Organization of Content]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তু বিন্যাস সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের অভিমত বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রধান দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- ধারাবাহিকতা, অনুক্রম, অখণ্ডতা ও পুনরাবৃত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তুর বিন্যাস

বিষয়বস্তু চিহ্নিত করার পর পরবর্তী কাজ হল এগুলো একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণে বিন্যাস করা। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের বাহন হল বিষয়বস্তু আর এর বিন্যাস হল ধারাবাহিকভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে নানারকম প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তু বিন্যাসের কথা বলেছেন। বিষয়বস্তু বিন্যাসের এরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক নিচে বর্ণনা করা হল:

(১) হিলডা তাবা–বিষয়বস্তু বিন্যাসের কতকগুলো নীতি প্রণয়ন করেন। এগুলো হল–

- ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ
- ক্রমপুঞ্জিত বিন্যাস
- আনুক্রমিক বিন্যাস
- শিক্ষাক্রমের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিধান
- যৌক্তিক ও মনোবৈজ্ঞানিক সমন্বয়
- কেন্দ্রীয় বিষয় নির্ধারণ
- বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সাধন

(২) ব্রোডি স্মীথ ও বার্নেট বিষয়বস্তু বিন্যাসে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করেন–

- বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
- প্রতিরূপ বিষয়বস্তু প্রণয়ন
- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
- সমস্যা সমাধান

(৩) টাইলার ও গুডল্যান্ড বিষয়বস্তু বিন্যাসে যেসব নীতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল–

- ভৌগোলিক ও কালানুক্রমিক বিন্যাস
- মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং অংশ থেকে সমগ্র
- ব্যাপক প্রয়োগ

শিক্ষাবিদ লেভীও এ সকল নীতিকে বিষয়বস্তু বিন্যাসে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এছাড়াও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, শিখন কেবলমাত্র কতগুলো তথ্য জানা নয় বরং জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন। এরূপ বিকাশ ও উন্নয়ন অবিচ্ছিন্ন ধারায় হয়ে থাকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এ ধরনের বিকাশে তারতম্য হয়।

(৪) লার্নার ও গোল্ডবার্গ– বিষয়বস্তু বিন্যাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি উদ্ভাবন করেন।

- ধারাবাহিকতা রক্ষা
- অনুক্রম রক্ষা
- অখণ্ডতা বিধান

বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রধান দিকসমূহ

বর্তমান শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সকল ধাপে নব নব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে। কারণ সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাকে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য দেশে-বিদেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে যেসব কলাকৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে সেগুলোকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিন্যাসে নিম্নোক্ত নির্ণায়কগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রধান চারটি দিক হচ্ছে–

- ধারাবাহিকতা (Continuity)
- অনুক্রম (Sequence)
- অখণ্ডতা (Integration) এবং
- পুনরাবৃত্তি (Reiteration)।

এ চারটি দিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

ধারাবাহিকতা(Continuity)

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বলতে বিষয়বস্তুর মূল উপাদানগুলো পর পর সাজিয়ে তাকে উলম্ব গ্রন্থণাকে বুঝায়। যেমন- 'মানব জীবন প্রবাহ' উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা হবে- মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, শৈশবকাল, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য। এখানে বিষয়বস্তু পর্যায়ক্রম ধারাবাহিকভাবে এসেছে, খাপছাড়াভাবে কিছু আসেনি।

অনুক্রম(Sequence)

পূর্ববর্তী শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী অভিজ্ঞতার সংযোগকে অনুক্রম বলা হয়। বস্তুত একটি অভিজ্ঞতা লাভ করার পর সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আরও ব্যাপক ও জটিলতার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি। এভাবে একটি অভিজ্ঞতার সাথে অন্য অভিজ্ঞতার যে যোগ থাকে তাকে অনুক্রম বলে। অনুক্রমে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বিন্যাস করা হয়। উদাহরণ- বায়ুর তাপমাত্রার সাথে বায়ুর চাপের সম্পর্ক, বায়ুর চাপের সাথে বায়ুর ঘনত্বের সম্পর্ক ইত্যাদি।

অখণ্ডতা (Integration)

বিষয়বস্তুর অখণ্ডতা অভিজ্ঞতার আনুভূমিক সম্পর্ককে বলা হয়। যেমন- মাটির গঠন, প্রকারভেদ ইত্যাদির সাথে শস্য উৎপাদন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা। সমন্বিত শিক্ষাক্রমে এভাবে একটি বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটে।

পুনরাবৃত্তি (Reiteration)

পুনরাবৃত্তি হচ্ছে একই বিষয়ের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরে অথবা বিভিন্ন বিষয়ে একই বিষয়বস্তুর একাধিকবার অবতারণা। যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফলের উপর 'বাংলা' বিষয়ে একটি গদ্যাংশ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে একটি অধ্যায়ের অবতারণা পুনরাবৃত্তির উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের বাহন কী?

(ক) বিষয়বস্তু (খ) পাঠ্যসূচি
(গ) পাঠ্যপুস্তক (ঘ) পরীক্ষা

২। বিষয়বস্তু বিন্যাসের কয়টি দিক আছে?

(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

সঠিক উত্তর: ১। ক; ২। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিষয়বস্তুর বিন্যাস বলতে কী বুঝায়?
২. বিষয়বস্তু বিন্যাসে হিলডা তাবার নীতিগুলো উল্লেখ করুন।
৩. ধারাবাহিকতা ও অনুক্রম কাকে বলে?
৪. বিষয়বস্তুর অখণ্ডতা ও পুনরাবৃত্তি বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. টাইলার ও গুডল্যান্ডের বিষয়বস্তু বিন্যাস নীতি বর্ণনা করুন।
২. বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রধান দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৫.৩: শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু চয়নের আধুনিক নির্ণায়ক
[Modern Criteria for Selection of Content of Curriculum]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিষয়বস্তু চয়নের আধুনিক নির্ণায়ক উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তু চয়নের আধুনিক নির্ণায়কগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বিষয়বস্তু চয়নের নির্ণায়কগুলোর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু চয়নের আধুনিক নির্ণায়ক

আধুনিক কালে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ বিষয়বস্তু চয়নে সাতটি নির্ণায়ক ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এই নির্ণায়কগুলোর আলোকে শিক্ষার বিষয়বস্তু চয়ন করা যায়। এ পাঠে আমরা বিষয়বস্তু নির্ণয়ের এই আধুনিক নির্ণায়কগুলো সম্পর্কে জানব।

স্ব-সক্ষমতা: বিষয়বস্তু চয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত স্ব-সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা (Scheftler, 1970) যদিও শিখন চেষ্টা করে কম শিখন প্রয়াস এবং শিক্ষাগত সম্পদ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যাতে বেশি ভাল ফলাফল পায়। তারা শিখনফলের সাথে কার্যকরভাবে খাপ খাওয়াতে পারে।

এই নির্ণায়ক বুঝাচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এই পদ্ধতি তাদের স্বাধীনভাবে শিখতে অনুমতি দেয়।

তাৎপর্যপূর্ণ: বিষয়বস্তু তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে যদি তা নির্বাচিত এবং শিখন কার্যক্রম, দক্ষতা, প্রক্রিয়াসমূহ এবং মনোভাব উন্নয়নের জন্য সংগঠিত করা হয়। এটা শিখনের তিনটি ক্ষেত্র যেমন- জ্ঞানগত, আবেগিক ও মনোপেশীজ দক্ষতাসমূহের উন্নতিসাধন করে এবং শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক দিকগুলো বিবেচনা করে। বিশেষ করে, যদি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের হয় তাহলে বিষয়বস্তু অবশ্যই সাব-সংস্কৃতি সংবেদী হতে হবে। সংক্ষেপে এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা শিক্ষাক্রমের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

যথার্থতা: যথার্থতা নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিশ্বাসযোগ্যতা বা সত্যতাকে নির্দেশ করে। নিশ্চিত হতে হবে যে বিষয়গুলো পুরানো বা বাতিল নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান যুগে একজন কলেজ শিক্ষার্থীর জন্য টাইপরাইটিং দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করলে চলবে না। এটা হতে হবে কম্পিউটার অথবা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আই.সি.টি.)। এভাবে নিয়মিত শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করা দরকার। পাঁচ বছর পর্যন্ত এজন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।

আধুনিক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাক্রমের সমকালীন চাহিদা, প্রাসঙ্গিকতা এবং যথার্থতা অনুসরণ করা না হলে স্কুল অথবা দেশ অচল হয়ে যাবে বলে মত প্রকাশ করেন।

আগ্রহ: এই নির্ণায়কটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের জন্য সত্য। শিক্ষার্থীরা তখনই প্রকৃতপক্ষে ভালভাবে শিখতে পারে যখন বিষয়বস্তু তাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়। আর তা অর্থপূর্ণ তখনই হয় যখন তারা তাতে আগ্রহ খুঁজে পায়। কিন্তু শিক্ষাক্রম যদি বিষয়কেন্দ্রিক হয়, শিক্ষকদের সযত্নে সময়সূচি শেষ করার এবং শুধু বইয়ে যা আছে তা শিখানো ছাড়া উপায় থাকে না। কেন অনেকেই কোন বিষয়ে ফেল করে তা বুঝা যায় এর মাধ্যমে।

উপযোগিতা

আরেকটি নির্ণায়ক হচ্ছে বিষয়বস্তুর উপযোগিতা, শিক্ষার্থীরা মনে করে যে কোন একটি বিষয়বস্তু বা কিছু বিষয় তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা এটা অদরকারী মনে করে। ফলে তারা তা পড়ে না। এখানে শিক্ষার্থীদের মনে প্রায়ই কিছু জিজ্ঞাসা আসে এটা কি আমার চাকুরীতে প্রয়োজন হবে? এটা কি আমার জীবনে কাজে আসবে? এটা কি আমার দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারবে? এটা কি আমার সমস্যা সমাধান করতে পারবে? এটা কি পরীক্ষার অংশ? এটা শিখলে কি আমি পাশ মার্ক পাব? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা শুধু যে বিষয়গুলো তাদের কাছে দরকারি মনে হয় শুধু সেগুলোই গুরুত্ব দেয়।

শেখার উপযুক্ত

বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের গণ্ডির মধ্যে হতে হবে, এটা তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে হতে হবে। শিক্ষকেরা এক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহার করতে পারেন-কীভাবে বিষয়বস্তুগুলোকে উপস্থাপন, পর্যায়ক্রম এবং শিক্ষার্থীদের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের পরিকল্পনা করা যায়।

সম্ভাব্যতা

সম্ভাব্যতা মানে হচ্ছে বিষয়বস্তুর পুরোপুরি বাস্তবায়ন। এটা সাধারণভাবে বিদ্যালয়, সরকার এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থাকে বিবেচনা করে। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময় এবং সহজলভ্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে শিখে। এমন বিষয় দেয়া যাবে না যা শেষ করা সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ, যেখানে শিক্ষার্থীর এক সপ্তাহ সময় হাতে আছে কোন একটি ইউনিট বা অধ্যায় শেষ করার জন্য, কিন্তু সেখানে এমন সব কার্যক্রম আছে যা শেষ করতে তার একমাস সময় লাগবে। অর্থাৎ এখানে ওরকম কার্যক্রম দেওয়া সম্ভব না। সেখানে কম্পিউটার বিষয় দেয়া যাবে না যেখানে কোন কম্পিউটারই নেই। অধিকন্তু সম্ভাব্যতা হচ্ছে, শিক্ষক হতে হবে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যেমন- ব্যবসায় যোগাযোগের জন্য ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। যদি সেখানে এমন কোন শিক্ষকই না থাকে তা পড়ানোর মত তাহলে সেখানে সেই বিষয় দেয়া যাবে না।

আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন তা হল শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর সংগঠন এবং ডিজাইন শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযুক্ত হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আধুনিক কালে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ বিষয়বস্তু চয়নে কয়টি নির্ণায়ক ব্যবহার করার পক্ষপাতি?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৭টি (ঘ) ১০টি

২। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের জন্য কোন নির্ণায়কটি সত্য?

(ক) সম্ভাব্যতা (খ) আগ্রহ
(গ) উপযোগিতা (ঘ) যথার্থতা

৩। কোন নির্ণায়কটি নির্বাচিত বিয়বস্তুর বিশ্বাসযোগ্যতা বা সত্যতাকে নির্দেশ করে?

(ক) যথার্থতা (খ) স্ব-সক্ষমতা
(গ) তাৎপর্যপূর্ণ (ঘ) উপযোগিতা

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। খ; ৩। ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বলতে কী বুঝায়?

২. শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণে আধুনিক মানদণ্ড কয়টি ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আধুনিক কালের বিষয়বস্তু চয়নের নির্ণায়কগুলো বর্ণনা করুন।

২. বিষয়বস্তু চয়নের নির্ণায়কগুলো নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৫.৪: বিষয়বস্তু বিন্যাসে অনুসৃত নীতি
[Principles of Organization of Content]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতিগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তুর যুক্তিসঙ্গত ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তুর পেঁচালো (Spiral) আনুক্রমিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিসর ও অনুক্রম কী তা বলতে পারবেন এবং
- বিষয়বস্তুর উলম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু বিন্যাসে অনুসৃত নীতি

শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তু বিন্যাসে আধুনিককালে কিছু নীতি অনুসরণ করা হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হল–

যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস

যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস বলতে যে যুক্তি বা নীতি অনুসরণ করে সময়ের সাথে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয় সে নীতিকে বুঝায়।

মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস

মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস হল বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার নীতি অনুসরণ না করে মনস্তাত্ত্বিক নীতি, যেমন- সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ইত্যাদি অনুসরণ করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা। যেমন- পরিবারের জনসংখ্যা থেকে গ্রামের জনসংখ্যা, গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলার জনসংখ্যা জানা।

বিষয়বস্তুর বিন্যাস যুক্তিসঙ্গত হবে না মনস্তাত্ত্বিক হবে তা অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর বয়স, প্রস্তুতি, বিষয়ের প্রকৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিন্যাসের নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমন- প্রাথমিক স্তরের নিম্নতম পর্যায়ে অবশ্যই মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস ক্রমশ মনস্তাত্ত্বিক থেকে যুক্তিসঙ্গত এবং উচ্চ পর্যায়ে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস হওয়া উচিত।

পেঁচালো আনুক্রমিক বিন্যাস

শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য ও শ্রেণি উত্তরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমশ সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ আকারে বিন্যাস করাকে পেঁচালো আনুক্রমিক বিন্যাস বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণির (প্রথম থেকে পঞ্চম) শিক্ষাক্রমে বিন্যাস করা যায়। এই বিন্যাস কালে খেয়াল রাখা হয় যেন শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতার সাথে সাথে বিষয়বস্তুর পরিধি ও গভীরতা বাড়তে থাকে। যেমন- ধরা যাক, প্রাথমিক স্তরের পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাক্রমে 'পানি' বিষয়টি এই নীতি অনুযায়ী বিন্যাস করতে হবে। তাহলে প্রথম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাক্রমে পানি সম্পর্কে খুব সহজ ও সাধারণ ধারণা দিতে হবে। তারপর এর পরিধি ও গভীরতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে পঞ্চম শ্রেণিতে কিছুটা জটিল ধারণা দিয়ে শেষ করা যায়।

যেমন- বিষয়বস্তু হিসেবে পানির পেঁচালো অনুক্রম।

১ম শ্রেণি	পানির প্রয়োজনীয়তা ও পানের উপযোগী পানি
২য় শ্রেণি	পানির উৎস, সাধারণ ধর্ম ও ব্যবহার
৩য় শ্রেণি	পানির উৎস, সরবরাহ, পানি বিশুদ্ধকরণ
৪র্থ শ্রেণি	পানির ব্যবহার, পানি চক্র, পানি বিশুদ্ধকরণে থিতান, ছাঁদন ও ফুটান পদ্ধতি
৫ম শ্রেণি	মৃদু পানি, খর পানি, খর পানির কারণ, খরতা দূরীকরণের উপায়, খর পানি ব্যবহারের অসুবিধা।

পরিসর ও অনুক্রম

কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে যখন বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বিন্যাস করা হয় তখন তাকে 'পরিসর' বলে। অন্যদিকে কোন বিষয়বস্তুকে কয়েক বছর ধরে পড়াবার জন্য যখন নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত যুক্তির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিন্যাস করা হয় তখন তাকে 'অনুক্রম' বলে।

পরিসরকে আবার 'আনুভূমিক বিন্যাস (horizontal organization) এবং অনুক্রমকে 'উলম্ব বিন্যাস (vertical organization) নামে আখ্যায়িত করা হয় (Marsh, 1997)।

আনুভূমিক বিন্যাস

এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা ধারণাকে কোন একটি শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি না ঘটে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তাই এই বিন্যাসে বিষয়বস্তুর প্রসার (breadth) ও গভীরতা (depth) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। আবার কিছু কিছু সাধারণ প্রক্রিয়া / দক্ষতা আছে যেগুলোকে সকল পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বিষয়বস্তুর উলম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস

বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে উলম্ব বিন্যাস বলে। নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী অভিজ্ঞতার বিস্তরণ ঘটে। একটি অভিজ্ঞতা অন্য যেসব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল ঐ অভিজ্ঞতাসমূহ প্রথমে দিয়ে পরে অন্যগুলো দেওয়া। অন্য কথায়, অভিজ্ঞতার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে উলম্ব বিন্যাস বলে। এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে শ্রেণির ক্রমানুযায়ী (যেমন- ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ইত্যাদি) কিংবা শিক্ষাস্তরের ক্রমে (যেমন- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি) এমনভাবে সাজানো হয় যেন শিক্ষার্থীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের গভীরতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কোন বিষয়বস্তুকে সহজ করে শিক্ষাদানের জন্য যুক্তির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিন্যস্ত করার চেষ্টা করাও এর উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে কোন বিষয়টি আগে এবং কোনটি পরে শেখাতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি, প্রসার ও গভীরতা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়। এখানে একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পুঞ্জিভূত (cumulative) জ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন শিখন লাভ করতে সক্ষম হয়।

বিষয়বস্তু বিন্যাসের কয়েকটি ঐতিহ্যগত নীতি হল:

- সহজ থেকে জটিল (যেমন- বিদেশি ভাষা শিক্ষা)
- সমগ্র থেকে অংশ (যেমন- ভূগোল)
- কালক্রম অনুসারে ঘটনার বিন্যাস (যেমন- ইতিহাস)
- বর্তমান থেকে অতীত
- মূর্ত থেকে বিমূর্ত
- সমকেন্দ্রিক নীতি বা পেঁচানো নীতি অনুযায়ী বিন্যাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে যখন বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বিন্যাস করা হয় তখন তাকে বলে?

(ক) যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস
(খ) মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস
(গ) অনুক্রম
(ঘ) পরিসর

২। বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে বলে–

(ক) পরিসর
(খ) অনুক্রম
(গ) উলম্ব বিন্যাস
(ঘ) আনুভূমিক বিন্যাস

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতিগুলো উল্লেখ করুন।
২. পরিসর ও অনুক্রম কী?
৩. বিষয়বস্তুর বিন্যাস কীসের উপর নির্ভর করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রধান দিকগুলো বিবৃত করুন।
২. বিষয়বস্তুর যুক্তিসঙ্গত ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।
৩. পেঁচালো আনুক্রমিক বিন্যাস বর্ণনা করুন।
৪. বিষয়বস্তুর উলম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।